

১। মনে হয় একদিন আকাশের শুকতারা দেখিব না আর;।

দেখিব না হেলেশ্বর বোপ থেকে একঝাড় জোনাকি কখন

নিভে যায়;— দেখিব না আর আমি এই পরিচিত বাঁশবন,

শুকনো বাঁশের পাতা ছাওয়া মাটি হয়ে যাবে গভীর আঁধার

আমার চোখের কাছে;— লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতে সে কবে আবার। [ঢা ২৩]

ক. লক্ষ্মীপূর্ণিমার কণ্ঠে কী ধ্বনিত হয়? ১

খ. ‘সোনার স্বপ্নের সাধ’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. ‘সেইদিন এই মাঠ’ কবিতার মৌলিক প্রেরণা উদ্দীপকের চিত্রকল্পে কীভাবে ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক ও ‘সেইদিন এই মাঠ’ কবিতা— উভয় ক্ষেত্রেই কবির জীবনতৃষ্ণাকে অভিন্ন বলা যায় কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

২। অংশ-১ : মানুষ ক্ষণিক জীবনের তরে
নতুন স্বপ্নগুলো করছে বপন
পরাজিত হয়েও জীবন যুদ্ধে
গড়ছে আপন ভুবন।

অংশ-২ : শুধু হেথা দুই তীরে, কেবা জানে নাম
দৌহা পানে চেয়ে আছে দুই খানি গ্রাম।

এই খেয়া চিরদিন চলে নদী স্রোতে—

কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে। [রা ২৩]

ক. খেয়া নৌকাগুলো কোথায় এসে লেগেছে? ১

খ. “সেই দিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি।” চরণটিতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের ১নং অংশে ‘সেইদিন এই মাঠ’ কবিতার যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. “উদ্দীপকের ২নং অংশে ‘সেইদিন এই মাঠ’ কবিতায় বর্ণিত প্রকৃতির চিরন্তনতার কথা উঠে এসেছে।”— বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। কাল যে ছিল আজ সে নাই; আজও যে ছিল, তাহারো ঐ নশ্বর দেহটা ধীরে ধীরে ভস্মসাৎ হইতেছে, আর তাহাকে চেনাই যায় না, অথচ এই দেহটাকে আশ্রয় করিয়া কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত ভয়, কত ভাবনাই না ছিল। কোথায় কোথায় গেল? এক নিমিষে কোথায় অন্তর্হিত হইল? তবে তার দাম? মরিতেই বা কতক্ষণ লাগে? [য ২৩]

ক. খেয়ানৌকাগুলো কোথায় এসে লেগেছে? ১

খ. “এশিরিয়া ধুলো আজ, বেবিলন ছাই হয়ে আছে”— কেন? ২

গ. উদ্দীপকে যে বিষয়টি উঠে এসেছে তার সাথে ‘সেইদিন এই মাঠ’ কবিতার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ‘সেইদিন এই মাঠ’ কবিতার সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ পেয়েছে কি? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪। প্রথম উদ্দীপক : বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি,

তাই পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।

দ্বিতীয় উদ্দীপক : এ পৃথিবী যেমন আছে তেমনি পড়ে রবে,

সুন্দর এ পৃথিবী ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে।

ক. চালতা ফুল আর কীসের জলে ভিজবে না? ১

খ. এশিরিয়া ধুলো আজ— বেবিলন ছাই হয়ে গেছে কেন? ২

গ. প্রথম উদ্দীপকে ‘সেইদিন এই মাঠ’ কবিতার কোন সাদৃশ্যপূর্ণ ভাবটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রথম ও দ্বিতীয় উদ্দীপকের মূলভাবে ‘সেইদিন এই মাঠ’ কবিতার সমগ্র ভাব উপস্থিত রয়েছে কি? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫। পৃথিবীতে মানুষের তৈরি সভ্যতা নশ্বর। কিন্তু স্বপ্ন বেঁচে থাকে। সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও প্রকৃতি তার চিরকালীন সৌন্দর্যে আজও বিষ্ময়কর। সমুদ্রতীরবর্তী মানুষ সমুদ্রের গর্জন আর ঢেউয়ের সাথে মোকাবেলা করেই তারা বেঁচে থাকে অনেকে না ফেরার দেশে চলেও যায়। তবুও সাগরে জোয়ার ভাটার খেলা আপন নিয়মে চলতেই থাকে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের মৃত্যু আছে কিন্তু এ জগতের সৌন্দর্যের মৃত্যু নেই।

ক. কবি জীবনানন্দ দাশ বাংলাদেশকে কীরূপ দেখেছেন? ১

খ. ‘পৃথিবীর এইসব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে ‘সেইদিন এই মাঠ’ কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? বুঝিয়ে লেখ। ৩

ঘ. “প্রকৃতপক্ষে মানুষের মৃত্যু আছে কিন্তু এ জগতের সৌন্দর্যের মৃত্যু নেই”— মন্তব্যটি উদ্দীপক ও ‘সেইদিন এই মাঠ’ কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৬। প্রকৃতি তার নিজের নিয়মে আলো ছড়ায়, অন্ধকারে ঢেকে যায়। পাখি গান গায়, ফুল ফোটে, সৌরভ ছড়ায়। এটা চিরন্তন। চিরন্তন মানুষের স্বপ্ন দেখা, আশা করা— যা মানুষকে বাঁচার অনুপ্রেরণা দেয়।

ক. কবি তার কবিতায় কেমন গন্ধের উল্লেখ করেছেন? ১

খ. ‘পৃথিবীর এই সব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল’— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ‘সেইদিন এই মাঠ’ কবিতার অনুপস্থিত দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. “উদ্দীপকে পঠিত কবিতার অবিনশ্বতার রূপ ফুটে উঠেছে।”— বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। মনে হয় একদিন আকাশে শুকতারা দেখিব না আর;
দেখিব না হেলধগর বোপ থেকে এক ঝাড় জোনাকি কখন
নিভে যায়—দেখিব না আর আমি এই পরিচিত বাঁশবন,
শুকনো বাঁশের পাতা-ছাওয়া মাটি হয়ে যাবে গভীর আঁধার
আমার চোখের কাছে—লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতে সে কবে আবার।

ক. ‘কুসুমকুমারী দাশ’ কেমন কবি ছিলেন? ১

খ. ‘এশিরিয়া ধুলো আজ—বেবিলন ছাই হয়ে আছে’—ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ‘সেইদিন এই মাঠ’ কবিতার মৌলিক প্রেরণা উদ্দীপকের চিত্রকল্পে কীভাবে ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক ও ‘সেইদিন এই মাঠ’ কবিতা— উভয় ক্ষেত্রেই কবির জীবনতৃষ্ণা অভিন্ন বলা যায় কি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮। বাঁধন ঢাকায় থাকে। গ্রামে বেড়াতে গিয়ে মেঠোপথ, ফসলি মাঠ, সরিষাখেত তাকে ভীষণ মুগ্ধ করে। কুয়াশা ঘেরা সকাল, শিশিরভেজা দূর্বাঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে চলা সে ভুলতে পারে না। বারবার সে ছুটে যেতে যায় সেখানে।

ক. প্রকৃতি তার অফুরন্ত ঐশ্বর্য নিয়ে কী করে যাবে? ১

খ. ‘সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর যাবে’— চরণে কী প্রকাশ পেয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকে ‘সেইদিন এই মাঠ’ কবিতার কোন ভাব প্রতিফলিত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. “উদ্দীপকে কবিতার সমগ্র ভাব ফুটে ওঠেনি”— বিষয়টির বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। খেতের পর খেত চলেছে, খেতের নাহি শেষ

সবুজ হাওয়ায় দুলাচ্ছে এ কার এলো মাথার কেশ।

চঞ্চুতে জল ছিটায় সেখা কালো কালো কাক

সাদা সাদা বক কনেরা রচে সেথায় মালা

শরৎকালের শিশির সেথা জ্বালায় মানিক আলা। (দেশ— জসীমউদ্দীন)

ক. প্রকৃতি কী নিয়ে চিরকাল প্রাণময় থাকে?

১

খ. ‘পৃথিবীর এইসব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল’— বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকটিতে ‘সেইদিন এই মাঠ’ — কবিতার কোন দিকটি উঠে এসেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কবিতাংশটির মূলভাব আর ‘সেইদিন এই মাঠ’ কবিতার মূলভাব কি এক? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

নিচে ১ থেকে ২০ পর্যন্ত এক কথায় উত্তরযোগ্য প্রশ্নগুলোর উত্তর এক বাক্যে সঠিক সংখ্যায় (১, ২, ৩...) সাজিয়ে দেওয়া হলো:

১. ‘সেই দিন এই মাঠ’ কবিতায় কোন দিনের ভবিষ্যৎ কথা বলা হয়েছে?

কবিতায় কবির বিদায়ের দিনের কথা বলা হয়েছে।

২. চালতায় ফুল কিসে ভিজে?

চালতায় ফুল শিশিরের জলে ভিজে।

৩. লক্ষ্মীপেঁচা কার জন্য গান গায়?

লক্ষ্মীপেঁচা তার লক্ষ্মীটির জন্য গান গায়।

৪. কবিতায় নদী ও নক্ষত্র কী বোঝায়?

নদী ও নক্ষত্র কবির স্বপ্নের প্রতীক।

৫. খেয়ানোকোগুলো কোথায় এসে লাগে?

খেয়ানোকোগুলো চরের খুব কাছে এসে লাগে।

৬. চারপাশে কেমন বাতি জ্বলছে?

চারপাশে শান্ত বাতি জ্বলছে।

৭. কবিতাটি কোন রূপক ব্যবহার করে?

কবিতাটি সোনার স্বপ্নের রূপক ব্যবহার করে।

৮. কবিতার মূল বক্তব্য কেমন?

কবিতার মূল বক্তব্য বিষাদময়।

৯. কবির মতে কোন সভ্যতা ধুলো হয়ে গেছে?

কবির মতে এশিরিয়া সভ্যতা ধুলো হয়ে গেছে।

১০. বেবিলন কী হয়ে গেছে?

বেবিলন ছাই হয়ে গেছে।

১১. ‘সেই দিন এই মাঠ’ কবিতায় কবি কোথায় চলে যাবেন?

কবি অজানার উদ্দেশে চলে যাবেন।

১২. কবিতাটি কোন কাব্যধারায় পড়ে?

কবিতাটি আধুনিক কাব্যধারায় পড়ে।

১৩. ‘সেই দিন এই মাঠ’ কবিতায় কোন ফুলের কথা বলা হয়েছে?

‘সেই দিন এই মাঠ’ কবিতায় চালতায় ফুলের কথা বলা হয়েছে।

১৪. ‘সেই দিন এই মাঠ’ কবিতায় **নদী ও নক্ষত্র** কী নির্দেশ করে?
‘সেই দিন এই মাঠ’ কবিতায় নদী ও নক্ষত্র প্রকৃতির সৌন্দর্য নির্দেশ করে।
১৫. ‘সেই দিন এই মাঠ’ কবিতায় **কবি কিসের দেখা আর পাবেন না বলে মনে করেন?**
‘সেই দিন এই মাঠ’ কবিতায় কবি স্বপ্নের দেখা আর পাবেন না বলে মনে করেন।
১৬. **শিশিরে ভেজা ফুলটির নাম কী?**
শিশিরে ভেজা ফুলটির নাম চালতায়ুলা।
১৭. ‘সেই দিন এই মাঠ’ কবিতায় উল্লেখিত “কলরব” শব্দটি কোন ধরনের শব্দ বোঝায়?
‘সেই দিন এই মাঠ’ কবিতায় “কলরব” শব্দটি প্রাকৃতিক শব্দ বোঝায়।
১৮. ‘সেই দিন এই মাঠ’ কবিতায় **কবির স্মৃতির অংশ হয়ে কী বেঁচে থাকবে?**
পৃথিবীর গল্প কবির স্মৃতির অংশ হয়ে বেঁচে থাকবে।
১৯. ‘সেই দিন এই মাঠ’ কবিতায় **পৃথিবীর গল্প কেমন থাকবে?**
পৃথিবীর গল্প চিরকাল বেঁচে থাকবে।
২০. ‘সেই দিন এই মাঠ’ কবিতায় **কবিতায় ব্যবহৃত স্বপ্ন কেমন?**
কবিতায় ব্যবহৃত স্বপ্ন সোনার মত সুন্দর।

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

০১। ‘সোনার স্বপ্নের সাধ’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

[ঢা.বো. ’২৩]

উত্তর: ‘সোনার স্বপ্নের সাধ’ বলতে কবি মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনার কথা বলেছেন।

মানুষ মরণশীল। তাকে একসময় মৃত্যুবরণ করতে হয়। কিন্তু পৃথিবীতে থেকে যায় তার স্বপ্ন-সাধ-কল্পনা। এসবের ধারাবাহিকতা জীবিতদের মাধ্যমে বয়ে চলে যুগ থেকে যুগান্তরে। প্রকৃতি তার অবিনাশী শক্তির দ্বারা মানুষের সেই স্বপ্ন-সাধ-কল্পনাকে তৃপ্ত করে। সোনার স্বপ্নের সাধ দ্বারা কবি এইসব কল্পনাকে বুঝিয়েছেন।

০২। “সেইদিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি।” চরণটিতে কী বোঝানো হয়েছে?

[রা.বো. ’২৩, ব.বো. ’১৯]

উত্তর: ‘সেইদিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো’, কেননা বিচিত্র বিবর্তনের মধ্যেও প্রকৃতি তার রূপ-রস-গন্ধ কখনই হারিয়ে ফেলবে না। প্রকৃতি তার অফুরন্ত ঐশ্বর্য নিয়ে চির বহমান রয়েছে। সভ্যতা একদিন ধ্বংস হবে, কিন্তু প্রকৃতির চিরন্তনতার সত্যে চলবে তার পুনর্নির্মাণ। মাঠে থাকবে চঞ্চলতা, চালতায়ুলে পড়বে শীতের শিশির, লক্ষ্মীপেঁচার কণ্ঠে ধ্বনিত হবে মঙ্গলবার্তা। প্রকৃতির এই চিরন্তনতাই প্রশ্নোক্ত উক্তিটির অন্তর্নিহিত অর্থ।

০৩। “এশিরিয়া ধুলো আজ বেবিলন ছাই হয়ে আছে”— কেন?

[যা.বো. ’২৩; কু.বো. ’২২]

উত্তর: এশিরিয়া ধুলো আজ বেবিলন ছাই হয়ে আছে কারণ মানুষের গড়া পৃথিবীর অনেক সভ্যতা বিলীন হয়ে গেছে।

এশিরিয়া ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা এখন ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু প্রকৃতি তার আপন রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে চিরকাল প্রাণময় থাকে। প্রকৃতির মধ্যে বিচিত্র গন্ধের আশ্বাদ মৃদুমন্দ কোলাহলের আনন্দ, তার অন্তর্গত অফুরন্ত সৌন্দর্য কখনোই শেষ হয় না। কবিতাটিতে জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতির এই চিরকালীন সৌন্দর্যকে বিস্ময়কর নিপুণতায় উপস্থাপন করেছেন।

০৪। ‘পৃথিবীর এইসব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

[ব.বো. ’২২, সি.বো. ’১৯]

উত্তর: প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে কবি মূলত প্রকৃতির শাস্ত রূপকে মূর্ত করে তুলেছেন।

‘সেইদিন এই মাঠ’ কবিতায় কবি মানুষের মরণশীলতার পাশাপাশি দেখিয়েছেন প্রকৃতির নিত্যতা। কবি মনে করেন, জীবন বা প্রকৃতির সৌন্দর্যের গল্পই পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকে। ব্যক্তি মানুষ মৃত্যুবরণ করে। মানুষের গড়া সভ্যতাও বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতি তার চিরন্তন সৌন্দর্য নিয়ে চিরকাল মানুষের স্বপ্ন ও সাধকে পূরণ করে যায়। প্রশ্নোক্ত চরণ দ্বারা কবির এ ভাবনাই প্রকাশ পেয়েছে।

০৫। ‘বেবিলন ছাই হয়ে গেছে’—বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

[কু.বো. ’২২]

উত্তর: প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা মানুষের গড়া সভ্যতার ধ্বংস হওয়ার চিরন্তনতা প্রকাশ পেয়েছে।

মানুষ মরণশীল, একদিন তার মৃত্যু হবেই। এই পরিণতি বরণ করে নেবে মানুষের গড়া সভ্যতাও। এক সময়কার বিখ্যাত সভ্যতা এশিরিয়া ও বেবিলন আজ ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ একদিন এই সভ্যতাগুলো মানুষের পদচারণায় ছিল মুখর। এই চিরন্তন সত্যই প্রশ্নোক্ত চরণের তাৎপর্য।

